তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে স্বস্তি যত দ্রুত সম্ভব ঢাবি খুলে দেয়া হবে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে গত কয়েকদিন ধরেই ভিসিকে পদত্যাগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করায় গতকাল ভিসিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানেই পদত্যাগের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এখন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যত দ্রুত সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সরকারের নীতিনিধারক মহলে স্বস্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বুয়েট খোলাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যে কোন ধরনের নাশকতা ও চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাগিদ দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সরকারের নীতিনির্ধারক সূত্র জানিয়েছে, ২৩ জুলাই ঢাবি'র শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হানার ঘটনাটি সরকারের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত স্যাবোটাজ সে ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিত। ঘটনার জন্য হল প্রভোস্টই যে বহুলাংশে দায়ী সে ব্যাপারেও সরকারের সংশয় নেই। কিন্তু হল প্রভোস্ট সুলতানা শফি এ ধরনের একটি জঘন্য ঘটনা ঘটানোর সুযোগ কিভাবে পেলেন তার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি ভিসি ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ ডাকার অনুমতি দিয়ে ভিসি নিজে কেন ঘটনাস্থলে গেলেন না তারও যুৎসই উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী।

এদিকে ছাত্রী হলে রাতে পুলিশী হানার ঘটনাকে পুঁজি করে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো সরকারকে একহাত নেয়ার যে কৌশল নিয়েছে তা মোকাবেলায় সরকার সহিংস পথ পরিহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাদেরও সংঘাতের পথ এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। সরকারের এ সহনশীল মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনগুলো। সরকারের নীতিনিধারকগণ প্রথমে মনস্থির করেছিলেন যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেবেন, কিন্তু প্রধান বিরোধীদলের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েই সরকারের শীর্ষ মহল মত পাল্টান। তাছাড়া বিচার বিভাগীয় কমিটির রিপোর্টও খুব সহসা পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সরকার পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করার পথ বন্ধ করতেই ভিসিকে অবিলম্বে পদত্যাগের অনুরোধ জানায়।

সরকারের নীতিনিধারক সূত্র আরও জানিয়েছে, ঢাবি'র ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সব বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। একই সঙ্গে যে কোন ধরনের স্যাবোটাজ প্রতিহত করতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।